প্রথম আলো

তারিখ ০3 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

নির্বাচনী সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

সংস্কারের জন্য চাওয়া হয়েছে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকেন্দ্রিক সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫৫৩টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান জরুরি ভিত্তিতে মেরামতের জন্য প্রায় সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা চেয়েছে দুই মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয় দুটির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এ অর্থ পাওয়ার পর দ্রুত বিদ্যালয়গুলো মেরামতের কাজ করা হবে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় ক্ষতিগ্রস্ত ৪২৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামতের জন্য তিন কোটি সাড়ে সাত লাখ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাদের অধীন ১২৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য দুই কোটি ৪০ লাখ টাকা চেয়েছে।

গত ৫ জানুয়ারির নির্বাচনের আগে ও ভোটের দিন সারা দেশে সহিংসতা চালায় নির্বাচনবিরোধীরা। ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগ করা হয়। এতে ওই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদান কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এখনো খোলা আকাশের নিচে ক্লাস চলছে।

সহিংস ঘটনার পর দুই মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে মাঠ পর্যায় থেকে ক্ষতিগ্রস্ত বিদ্যালয়ের তথ্য সংগ্রহ করা হয়। মাঠ পর্যায়ের হিসাব অনুযায়ী প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ৪৫৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন ১২৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখা থেকে গতকাল রোববার অধিদপ্তরের অর্থ শাখায় এক চিঠি দিয়ে বলা হয়, ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে ৪২৮টি জরুরি ভিত্তিতে মেরামত করা প্রয়োজন। এ জন্য প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচির (পিইডিপি-৩) আওতায় বিদ্যালয় মেরামত বা সংস্কার খাতে সংস্থান করা অর্থ থেকে তিন কোটি সাত লাখ ৫২ হাজার ৫০০ টাকা ছাড় করার অনুরোধ করা হয়।

জানতে চাইলে অধিদপ্তরের পরিকল্পনা ও উন্নয়ন শাখার পরিচালক মনীন্দ্রনাথ রায় গতকাল রোববার *প্রথম আলো*কে বলেন, অগ্রাধিকার বিবেচনা করে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো দ্রুত সংস্কার করা হবে। এ জন্য অর্থছাড়ের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্রমতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত ১২৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জন্য দুই কোটি ৪০ লাখ টাকা বরাদ্দ চেয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করেছে। শিক্ষাসচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী গতকাল *প্রথম আলো*কে বলেন, অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে থোক বরাদ্দ হিসেবে এ টাকা চাওয়া হয়েছে। ছোটখাটো কাজের বাকি টাকা শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে সংস্থান করা হবে।